নবিজির রামাদান

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুরো জীবনজুড়ে আমাদের জন্য রয়েছে শিক্ষা। সর্বোত্তম আদর্শের জীবন্ত নমুনা হলো তার জীবনাচার। হোক তা রামাদানে কিংবা বছরের অন্যসব মাসে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রামাদান নিয়ে সংক্ষেপে কিছু কথা আমরা এখানে তুলে ধরব।

রামাদানের সিয়াম ফরয হওয়ার আগে নবিজি নিয়মিত আশুরার সিয়াম পালন করতেন। মদিনায় গিয়ে ইহুদিদের আশুরার সিয়াম পালন করতে দেখে তাদের কাছে এই ব্যাপারে জানতে চান। জবাবে তারা বলল, 'এটা তো এক মহান দিবস। আল্লাহ তাআলা মুসা আলাইহিস সালাম ও তার জাতিকে এই দিনে মুক্তি দিয়েছেন এবং ফিরাউন ও তার দলবলকে ডুবিয়ে মেরেছেন। তাই কৃতজ্ঞতাবশত মুসা আলাইহিস সালাম এই দিনে সিয়াম পালন করতেন। তার অনুসরণে আমরাও সিয়াম পালন করি।' নবিজি এই কথা শুনে বললেন, 'মুসাকে অনুসরণের ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে আমরা অগ্রগামী, অধিক হকদার।' এরপর থেকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশুরার সিয়াম পালন শুরু করলেন এবং সাহাবিদেরকে পালন করার আদেশ দিলেন।[১][২]

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ২০০৪, ৩৩৯৭; *সহিহ মুসলিম* : ১১৩০

[২] ইহুদিরা আশুরার একটি রোযা রাখত। নবিজি সাহাবিদেরকে দুটি রোযা রাখতে বলেন। যাতে ইহুদিদের সিয়াম থেকে মুসলিমদের সিয়াম ব্যতিক্রম হয়।—*সহিহ ইবনু খুযাইমা* : ২০৯৫; *মুসনাদু আহমাদ* : ২১৫৪

অনেক আলিমের মতে আশুরার সিয়াম আবশ্যক ছিল। রুবাইয়ি বিনতু মুআব্বিয রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আশুরার দিন সকালে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারি মহল্লাগুলোতে এই নির্দেশনা দিলেন—

“

مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَصُمْ

যে ব্যক্তি সিয়াম রাখেনি, সে যেন দিনের বাকি অংশ না খেয়ে থাকে। আর যে সকাল থেকে সিয়াম অবস্থায় আছে, সে যেন তা পূর্ণ করে।[১]

তিনি আরো বলেন, এরপর থেকে আমরা ওই দিন সিয়াম পালন করতাম এবং আমাদের শিশুদের সিয়াম পালন করাতাম। আমরা তাদের জন্য পশমের খেলনা তৈরি করে দিতাম। তাদের কেউ কেউ খাবারের জন্য কাঁদলে, তাকে ওই খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতাম। আর এভাবেই ইফতারের সময় হয়ে যেত।[২]

রামাদানের সিয়াম ফরয হওয়ার পর থেকে আশুরার সিয়াম সুন্নাত (তথা নফল) হিসেবে ধরা হয়। কেউ চাইলে তা পালন করতে পারে, আবার চাইলে ছেড়েও দিতে পারে।[৩]

ইসলামের প্রথম দিকে রামাদানের সিয়ামের বিষয়টা ছিল ঐচ্ছিক। কেউ চাইলে তা রাখতে পারত, আবার ভাঙতেও পারত। তবে সিয়াম ভাঙার বিনিময়ে গরিবদের খাবার খাওয়ানো ছিল আবশ্যক। পরবর্তী সময়ে সুরা বাকারার আয়াত অবতীর্ণ হলে আবশ্যিকভাবে সিয়াম পালন শুরু হয়।[৪] উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

...فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه...﴿١٨٥﴾

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, যদি আমি আগামি বৎসর আশুরা পর্যন্ত জীবিত থাকি তাহলে নয় তারিখ অর্থাৎ মহররমের নয় ও দশ দুই দিনই রোযা রাখব। কিন্তু পরবর্তী আশুরা আসার পুর্বেই নবিজি ইন্তেকাল করেন।—*সহিহ মুসলিম* : ১১৩৪

[১] *সহিহুল বুখারি* : ১৯৬০

[২] প্রাগুক্ত

[৩] *সহিহ মুসলিম* : ১১২৫

[৪] *সহিহ মুসলিম* : ১১৪৫

তোমাদের মাঝে যে এই মাসটি পাবে, সে যেন তাতে সাওম পালন করে।[১]

প্রথম রাতে ঘুমিয়ে শেষরাতে জাগ্রত হয়ে সাহারি খাওয়ার বিধান শুরুর দিকে ছিল না। তাই মাগরিবের সময় ইফতার করে ইশার পর ঘুমিয়ে গেলে, সাহারি করা ছাড়াই সিয়াম পালন করতে হতো। বারা ইবনু আযিব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন—

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবিদের মাঝে যদি কেউ সিয়াম পালন করতেন, ইফতারের সময় হতো এবং তিনি ইফতার না করে ঘুমিয়ে যেতেন, তাহলে তিনি সেই রাতে এবং পরের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত কিছুই খেতেন না।

কায়স ইবনু সিরমা আনসারি রাযিয়াল্লাহু আনহু রোযাদার ছিলেন। ইফতারের সময় তিনি তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে খাওয়ার কিছু আছে কি? তিনি বললেন, না, তবে আমি যাচ্ছি, দেখি আপনার জন্য কিছু খোঁজ করে আনি। তিনি দিনে পরিশ্রমের কাজ করতেন। তাই তার প্রচণ্ড ঘুম পায়। পরে তার স্ত্রী এসে তাকে (ঘুমন্ত) দেখে বললেন, হায়, এ কী সর্বনাশ হলো!

পরদিন দুপুরে (ক্ষুধা ও দুর্বলতায়) তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। এই ঘটনা নবিজির কাছে উল্লেখ করা হলে কুরআনের এই আয়াত অবতীর্ণ হয়[২]—

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ...﴿١٨٧﴾

সিয়ামের রাতে (সুবহে সাদিক পর্যন্ত) তোমাদের স্ত্রী সম্ভোগ হালাল করা হয়েছে।[৩]

এই বিধান পেয়ে সাহাবিগণ অত্যন্ত খুশি হলেন। এরপর আরও নাযিল হলো—

...وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ...﴿١٨٧﴾

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ১৮৫

[২] *তাফসিরু ইবনি কাসির*, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ১৯৪

[৩] সুরা বাকারা আয়াত : ১৮৭

আর তোমরা পানাহার করো যতক্ষণ না কালো রেখা থেকে ভোরের সাদা রেখা (সুবহে সাদিক) পরিষ্কার দেখা যায়।[১][২]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মোট নয়টি রামাদানে সিয়াম পালন করেন। যার প্রথমটি ছিল দ্বিতীয় হিজরিতে। এই বছরই সিয়াম ফরয করা হয়।

রামাদান মাসে নবিজি ইবাদতের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতেন। রামাদান ছাড়া অন্য মাসে অধিক ইবাদতের জন্য সময় বের করতে কখনো লাগাতার সিয়ামে রাখতেন। তার দেখাদেখি সাহাবিরাও লাগাতার সিয়াম পালন আরম্ভ করলে তিনি তাদেরকে নিষেধ করে বললেন—

إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ

আমি তোমাদের মতো নই। আমার প্রতিপালক আমাকে পানাহার করান (অর্থাৎ পানাহার না করা সত্ত্বেও আমার মধ্যে তিনি পানাহারকারীর শক্তি দান করেন)।[৩]

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ তার বিখ্যাত গ্রন্থ *যাদুল মাআদে* এই হাদিস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পানাহার প্রাপ্তির উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। আগ্রহী পাঠক সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন।[৪]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রামাদান মাসে অধিক পরিমাণে কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করতেন। এই বিষয়ে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। নবিজির সুন্নাহ ছিল—তিনি চটজলদি ইফতার করতেন এবং সাহারি করতেন দেরিতে। মাগরিবের সালাতের আগেই তিনি ইফতার সেরে নিতেন। আবার সাহারি ও ফজরের সালাতের মাঝে সময় রাখতেন সামান্য।[৫]

---

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ১৮৭

[২] *সহিহুল বুখারি* : ১৯১৫

[৩] *সহিহুল বুখারি* : ১৯৬৪

[৪] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ৩২

[৫] *সহিহুল বুখারি* : ১৯২১

রামাদানে নবিজি একাধিক সফর করেছেন। বদর-যুদ্ধ, মক্কা-বিজয় ছাড়াও অনেক সফরই তিনি করেছেন রামাদান মাসে। সফরকালে কখনো তিনি সিয়াম পালন করেছেন, কখনো ভেঙেছেন। আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

প্রচণ্ড গরমের দিনে আমরা সফরে ছিলাম। আমাদের মাঝে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা রাযিয়াল্লাহু আনহু ছাড়া আর কেউ রোযাদার ছিল না।[১]

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো 'আইয়ামে বিয' (চান্দ্রমাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ) এর সিয়াম ছেড়ে দিতেন না, চাই তিনি সফরে থাকুন কিংবা আপন শহরেই থাকুন।[২]

সহিহ মুসলিমে বর্ণিত আছে, মক্কা-বিজয়ের বছর রামাদান মাসে রোযা অবস্থায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার উদ্দেশে বের হন। নবিজি যখন 'কুরাউল গামিম' নামক স্থানে পৌঁছেন তখনো লোকেরা রোযা অবস্থায় ছিল। অতঃপর তিনি একটি পানির পাত্র আনতে বলেন এবং সবার সামনে পানি পান করেন। পরে তাকে জানানো হয়, কিছু লোক এখনো সিয়াম ছাড়েনি। তখন তিনি বলেন, 'তারা অবাধ্য, তারা অবাধ্য।'[৩]

রামাদানে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বদান্যতা বৃদ্ধি পেত, সে সম্পর্কিত আলোচনাও গত হয়েছে। আরো একটি বিধান নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে আমল করে দেখিয়েছেন। তা হলো, রামাদানের রাতে গোসল ফরয থাকা অবস্থায় ফজরের ওয়াক্তে প্রবেশ করা, এরপর গোসল সেরে নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করে নেওয়া।[৪]

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ১১২২

[২] *সুনানুন নাসায়ি* : ২৩৪৫—হাদিসটি হাসান।

[৩] *সহিহ মুসলিম* : ১১১৪

[৪] *সহিহুল বুখারি* : ১৯২৬; *সহিহ মুসলিম* : ১১০৯

রামাদান ও মুসলিম

একজন মুসলিমের জীবনে সময় খুবই মূল্যবান। রামাদান মাসে তা আরো বেশি মূল্যবান হয়ে দাঁড়ায়। তাই এই মাসের সময়গুলো কীভাবে কাটানো যেতে পারে, সে-সম্পর্কে কিছু সতর্কবার্তা তুলে ধরা প্রয়োজন মনে করছি।

[এক] রামাদান মাসে অনেকে পুরো রাত জেগে কাটান। এটা ঠিক নয়। অন্তত রাতের কিছু অংশ ঘুমিয়ে নেওয়া উচিত। কারণ রাতের ঘুম আর দিনের ঘুমের মাঝে অনেক ফারাক। রাতে এক দুই ঘণ্টা ঘুমানো অন্য সময়ে আরো বেশি সময় বিশ্রাম নেওয়ার চেয়ে কার্যকর।

[দুই] প্রত্যেক মুসলিমের উচিত রামাদানের সময়গুলো কুরআন তিলাওয়াতে ব্যয় করা। মুসহাফ হাতে রেখে বা স্মৃতি থেকে মসজিদ, বাড়ি, গাড়ি—যেখানেই সুযোগ হয়, সেখানেই তিলাওয়াতের চেষ্টা করা। তিন, সাত বা দশ দিন পরপর কুরআন খতমের প্রতিজ্ঞা থাকা কতই না উত্তম। সারা মাসে কমপক্ষে একবার খতম না করলে কেমন হয় বলুন? অবশ্য এক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা নেই।

[তিন] বেহুদা আড্ডাবাজি এড়িয়ে চলা খুবই জরুরি। তারাবি পড়তে আসা অনেক যুবক সালাত বাদ দিয়ে রাত জেগে গল্পগুজব করে। কখনো ফালতু আড্ডা ও হাসি-তামাশায় মেতে ওঠে। গিবত, চোগলখুরি ও মিথ্যাচারের মতো নিকৃষ্ট কাজও করে ফেলে। অথচ একজন মুসলিমের জন্য এসব শোভনীয় নয়। রামাদানের মতো পবিত্র মাসে তো কোনোভাবেই নয়। এসব কারণে বান্দা যেমন নেক আমল থেকে

বঞ্চিত হয়, তেমনি আমলনামায় পাপও জমা হয়।

[চার] অনেক যুবক রামাদান মাসকে খেলাধুলার সুবর্ণ সুযোগ মনে করে। একদল ইশা কিংবা তারাবির পর ব্যাটবল নিয়ে খেলতে নামে। পুরো রাত এমনকি সাহারির সময়টাও অনেকেই খেলাধুলায় কাটায়। এই সুযোগের জন্যই অনেক যুবক রামাদান পেয়ে বেজায় খুশি হয়। রামাদান আসার আগে তাদের বিভিন্ন রকম প্রস্তুতিও নিতে দেখা যায়।

শরীরচর্চার জন্য (শারয়ি সীমার মধ্যে থেকে) প্রয়োজনীয় খেলাধুলা নিয়ে আমি আপত্তি করছি না।[১] কিন্তু খেল-তামাশায় সারারাত কাটিয়ে দেওয়া নিঃসন্দেহে সময়ের অপচয়। এই শ্রেণির যুবকদের চেয়ে সারারাত ঘুমিয়ে কাটানো ব্যক্তি অনেক উত্তম। অন্তত অহেতুক কাজে তারা রাত জাগছে না। হোক তা খেলাধুলা করা, টেলিভিশনে নাচগান কিংবা ধ্বংসাত্মক সিরিয়াল দেখা। সময়ের প্রতি যত্নশীল, এমন কারো জন্য এগুলো বেমানান। এর ফলে একদিকে সাওয়াব নষ্ট হবে, অপরদিকে গুনাহের পাল্লা ভারী হবে।

[পাঁচ] অনেক যুবক দিনের অধিকাংশ সময় ঘুমিয়ে কাটায়। এর অন্যতম কারণ হলো, তাদের দৈনন্দিন কার্যক্রম অগোছালো এবং অঢেল সম্পদ উপার্জনের নেশায় এই মহিমান্বিত মাসেও রাতভর ব্যবসা-বাণিজ্য করে থাকে।

এই যুবকেরা সারারাত জেগে থাকে। ফজরের পর তাদের অনেকে বের হয় গাড়ি নিয়ে। দলবদ্ধ হয়ে তারা রাস্তাঘাটে যানজট তৈরি করে। এমন একজনও দেখা যায় না, যে কিনা ফজরের পর থেকে সূর্য ওঠা পর্যন্ত মসজিদে বসে অপেক্ষা করে। অতঃপর দু-রাকআত সালাত আদায় করে। অথচ এই দু-রাকআতের বিনিময়ে পরিপূর্ণ হজ ও উমরার সাওয়াব অর্জন করা সম্ভব। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

---

[১] বর্তমানে শরীরচর্চার জন্য অনুমোদিত খেলা খুব কমই আছে। বেশিরভাগ মানুষ এখন অনর্থক ভার্চুয়াল খেলায় ব্যস্ত থাকে। অল্পকিছু লোক যাওবা শারীরিকভাবে খেলাধুলা করে, সেখানেও থাকে নানারকম শরিয়ত-পরিপন্থী বিষয়। যেমন : হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে খেলা, খেলতে গিয়ে সালাত-ইবাদত থেকে গাফিল হয়ে যাওয়া, অর্থ বিনিয়োগ করে বাজি ধরে খেলা, খেলাকে পেশা হিসেব গ্রহণ করা, খেলার ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ চুরি বা মানুষকে কষ্ট দেওয়ার মতো আচরণ করা ইত্যাদি। এসব বিষয়সহ শরিয়তবিরোধী সকল বিষয় এড়িয়ে সাধারণ শরীরচর্চা হিসেবে খেলাধুলা করার অনুমতি আছে। সবচেয়ে উত্তম হলো ওইসব খেলায় অংশগ্রহণ করা, ইসলামে যেসব খেলাকে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং তাতে উপকারও রয়েছে ব্যাপক। যেমন : তির-ধনুক চালনা, ঘোড়দৌড়, সাঁতার ইত্যাদি

সাল্লাম থেকে এমনটিই বর্ণিত হয়েছে।

কিন্তু এরা ফজরের পর গাড়ি নিয়ে বের হয় কিংবা খেল-তামাশায় মেতে ওঠে। এরপর সূর্য উদিত হলে ঘুমাতে যায়। কর্মস্থল কিংবা স্কুলে যাওয়া অবধি ঘুমায়। ঘুম থেকে উঠে ভারাক্রান্ত দেহমন নিয়ে যার যার গন্তব্যে ছুটে যায়। বাইরে থেকে ফিরে এসে এমনভাবে বিছানায় গা এলিয়ে দেয়, সূর্যাস্তের আগে আর টেনে তোলার জো থাকে না।

এ এক বিরাট সমস্যা। এভাবে হয় না। এর প্রতিকার খুঁজে বের করা উচিত। দিনের বেলায় অফিসে কিংবা বিদ্যালয়ে যেতে হলে রাতের কিছু অংশে ঘুমানোটা খুবই জরুরি। এতে সময়মতো জামাআতের সাথে সালাত আদায় করা যাবে। কিছু সময় তিলাওয়াতে কাটানো সম্ভব হবে। সময় দেওয়া যাবে অন্যান্য নেকির কাজেও।

দুঃখজনক হলেও সত্য, অনেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী অফিস চলাকালে ঘুমায়। শিক্ষার্থীদেরও ক্লাস চলাকালে ঘুমাতে দেখা যায়।

বেতন দেওয়া হয় কি অফিসে এসে ঘুমানোর জন্য? নাকি গ্রাহকদের সেবা প্রদান ও মুসলিমদের কল্যাণে সময় দেওয়ার জন্য? নির্ধারিত দায়িত্ব পালনের বিনিময়েই তো বেতন প্রদান করা হয়। তাই কাজের সময় ঘুমানো কারো জন্য বৈধ নয়।

আলহামদুলিল্লাহ, অনেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী রয়েছেন, যারা নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন। তারা জনসাধারণের সঙ্গে সর্বোচ্চ সদাচার করেন। বিশেষত রামাদান মাসে। আমাদের এই আলোচনা অসচেতন মানুষদের সতর্ক করার উদ্দেশ্যে। আর আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছে তাকে সুপথে পরিচালিত করেন।

রামাদান ও নারী

নারীরা হলো পুরুষদের সহধর্মিণী। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এমনটিই বর্ণিত। তাই পুরুষদের জন্য যা-কিছু প্রযোজ্য, নারীদের জন্যও তা-ই। তবে দলিলের আলোকে ভিন্ন কিছুও প্রযোজ্য হতে পারে। তাই নারীদের জন্যও সিয়াম পালন আবশ্যক। পাশাপাশি অধিক পরিমাণে তিলাওয়াত করা, আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা, কিয়ামুল লাইল আদায় করা, দুআ-ইসতিগফার-সহ অন্যান্য নফল ইবাদত করাও মুস্তাহাব। তবে বেশকিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো কেবল নারীদের জন্যই প্রযোজ্য। এই পাঠে সেসব দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন মনে করছি।

[এক] হায়িয ও নিফাসের কারণে নারীদের জন্য সালাত ও সিয়াম মাফ হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে সিয়াম কাযা করতে হলেও সালাত কাযা করতে হয় না। এই প্রসঙ্গে আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হাদিসটি আবারও উল্লেখ করছি, তিনি বলেন, 'এমন কিছু হলে আমাদেরকে সিয়াম কাযা করে নিতে বলা হতো। সালাত কাযা করতে বলা হতো না।'[১]

হায়িয-সম্পর্কিত কিছু বিষয় অনেক বোনের কাছে অস্পষ্ট। স্বাভাবিক অভ্যাস অনুযায়ী রামাদান মাসে আসন্ন হায়িযকে তারা ওষুধ সেবনের মাধ্যমে বন্ধ রাখেন। আমি এসব ওষুধ সেবনের পরামর্শ দিই না। কারণ এগুলো অনেকের জন্য ক্ষতিকর। ওদিকে তারা সবার সাথে সালাত ও সিয়াম আদায় কিংবা রামাদানে উমরা পালনের

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ৩৩৫; *জামিউত তিরমিযি* : ৭৮৭

আকাঙ্ক্ষায়ও এমনটি করে থাকেন।

ওষুধ সেবনের কারণে অভ্যাসে পরিবর্তন আসায় যেদিনগুলোতে পবিত্র থাকার সুযোগ হয়, সেই দিনগুলোর সিয়াম কাযা করতে হবে কি না, সে বিষয়ে জানতে চান অনেক বোন। বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী কাযা করতে হবে না।

[দুই] অনেক নারী তারাবির সালাত আদায় করতে মসজিদে আসেন। এতে সমস্যা নেই। তবে নারীদের জন্য ঘরে সালাত আদায় করাই উত্তম। কেউ যদি তাজবিদ রক্ষা করে কুরআন তিলাওয়াত করতে সক্ষম না হন, কিংবা জামাআতের সালাতে উদ্যম অনুভব করেন, তিনি আসতে পারেন।

মসজিদে এলে অবশ্যই শারয়ি পর্দা রক্ষা করে আসতে হবে। সুগন্ধি ব্যবহার কিংবা সাজগোজ করে আসা যাবে না। কেননা ঘরের বাইরে নারীদের সুগন্ধি ব্যবহার বৈধ নয়। মসজিদকে সুবাসিত করে তুলতে অনেক বোন বিভিন্ন ধরনের সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবস্থা করেন। তাতে কোনো সমস্যা নেই।

ফিতনার আশঙ্কা থাকায় নম্র ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলা জায়িয নয়। মসজিদে উচ্চ আওয়াজে কথা বলা খুবই নিন্দনীয় কাজ। এতে মুসল্লিদের কষ্ট হয়।

নারীদের জন্য তাদের বাচ্চাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকা খুবই জরুরি। কোনোভাবেই বাচ্চাদের সম্পর্কে উদাসীন হওয়া চলবে না। কারণ এতে ছোট-বড় নানা রকম বিপদ ঘটে যেতে পারে। অনেক সময় ছোটদের সাথে তুলনামূলক বড়রাও শরিক হয়। এমনকি তারা ছোটদেরকে নানা রকম বাজে কাজে লিপ্ত করে।

এই অবস্থায় মায়েদের জন্য ওয়াজিব বা আবশ্যক দায়িত্ব ফেলে নফলের দিকে মনযোগী হওয়া ঠিক হবে না। কেননা বাচ্চাদের শিষ্টাচার ও আদব-আখলাক শিক্ষা দেওয়া তাদের জন্য আবশ্যক, যেমন আবশ্যক বাবাদের জন্যও।

[তিন] আরো একটি ভুল কাজ নারীরা করে থাকেন। সে ব্যাপারে সবসময় তাদেরকে সতর্ক করা প্রয়োজন, রামাদান মাসে তো বটেই। কাজটি হলো, গিবত। গিবতকে বলা যায় মহাপাপ। ইমাম কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ এই ব্যাপারে উম্মাহর ইজমা বা ঐকমত্য উল্লেখ করেছেন যে, গিবত কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে বলেন—

..أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ...﴿١٢﴾

আর তোমরা একে অপরের গিবত (পশ্চাতে নিন্দা) করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো এটাকে ঘৃণ্যই মনে করো।[১]

[চার] নারীদের মসজিদে আগমন ও উপস্থিতির সুযোগটি দাঈরা কাজে লাগাতে পারেন। এ উপলক্ষ্যে আদব-কায়দা শেখানো এবং ওয়াজ-নসিহতের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। উপদেশমূলক কথাবার্তা শোনার সুযোগ নারীদের খুব একটা হয়ে ওঠে না। সে দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিষয়টি মন্দ নয়। অল্প কয়েকদিন বা কিছু সময়ের জন্য হলেও, তাদেরকে নসিহত করা প্রয়োজন।

[১] সুরা হুজুরাত, আয়াত : ১২

রামাদানে উমরা

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

“

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ

এক উমরার পর আরেক উমরা, মধ্যবর্তী গুনাহের জন্য কাফফারা হবে[১]। আর কবুল হজের একমাত্র প্রতিদান হলো জান্নাত।[২]

উমরার এই বিশাল ফযিলত সবসময়ের জন্যই প্রযোজ্য। তবে হ্যাঁ, রামাদানে এর ফযিলত অনেক গুণ বৃদ্ধি পায়। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ থেকে ফিরে এসে উম্মু সিনান রাযিয়াল্লাহু আনহা নামের এক আনসারি নারীকে বলেন—مَا مَنَعَكِ الْحَجَّ—হজ পালন করলে না কেন? তিনি বলেন, অমুকের বাবার (অর্থাৎ তার স্বামীর) কারণে। পানি টানার জন্য আমাদের মাত্র দুটি উট আছে। একটিতে

---

[১] কাফফারা বলতে মাগফিরাত তথা ক্ষমা করাকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ লাগাতার দুইটি উমরা আদায় করলে এক উমরা থেকে পরবর্তী উমরার মধ্যবর্তী সময়ের সকল সগিরা গুনাহ আল্লাহ তাআলা মাফ করে দেন। কবিরা গুনাহ মাফের জন্য তাওবা করা জরুরি। উমরা করার সময়ে তাওবা করলে কবিরা গুনাহও মাফ হবে, ইনশাআল্লাহ।—*ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৩; পৃষ্ঠা : ৫৭৮

[২] *সহিহুল বুখারি* : ১৭৭৩

আরোহণ করে তিনি হজ পালন করতে গিয়েছেন। আর অন্যটি আমাদের জমিতে পানি সিঞ্চনের কাজ করছে। নবিজি তাকে বলেন—

“

فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً وَاللفْظُ لِلْبُخَارِي أَوْ حَجَّةً مَعِي

তুমি আগামী রামাদানে উমরা পালন কোরো। কেননা রামাদানে উমরা পালন করা আমার সঙ্গে হজ পালন করার মতো।[১]

এরচেয়ে সৌভাগ্যের বিষয় আর কী হতে পারে? রামাদানে উমরা করলে আপনি যেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে হজ করলেন, আরাফায় অবস্থান করলেন তার সঙ্গে, মুযদালিফায় রাত্রিযাপন করলেন, তার সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করলেন মিনায়, তার পাশাপাশি তাওয়াফ করলেন, সায়ি[২] করলেন। উল্লিখিত হাদিসের বাহ্যিক অর্থ এমনই।

বরকতময় এই মাসে মুসলিমদের উমরা করতে দেখে অন্তর জুড়িয়ে যায়। কিন্তু এই ফযিলত অর্জন করতে গিয়ে মানুষ কিছু ভুল করে ফেলে। সে-সম্পর্কে কিছু কথা বলে রাখছি—

[এক] অনেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী রামাদানে উমরা পালন করতে চান। জরুরি ভিত্তিতে ছুটির আবেদন করেন। এমনটা উচিত নয়। কারণ জরুরি ছুটির আবেদন কেবল জরুরি কাজের জন্যই করা যেতে পারে। যেমন : নিজের অসুস্থতা, নিকটাত্মীয়ের মৃত্যু বা এমন কিছু। উমরা জরুরি কিছু নয়। তাই এই উপলক্ষ্যে ‘জরুরি ছুটি’ গ্রহণ করা উচিত হবে না।

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ১৮৬৩; *সহিহ মুসলিম* : ১২৫৬

[২] ‘সায়ি’ একটি আরবি শব্দ। কুরআনুল কারিমে শব্দটি তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যথা : হাঁটা, দ্রুত গতিতে দৌড়ানো ও কর্মফল। শরিয়তের পরিভাষায়—হজ বা উমরা করতে গিয়ে সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে সাতবার প্রদক্ষিণ করাকে ‘সায়ি’ বলা হয়।

হজের অন্যতম একটি অংশ এই সায়ি। এটি ব্যতিরেকে হজ ও উমরা সম্পন্ন হয় না। প্রচণ্ড ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর শিশুপুত্র ইসমাইল আলাইহিস সালামকে রেখে খাদ্য-পানির সন্ধানে হাজিরা আলাইহাস সালাম সাফা ও মারওয়ার পাহাড়ি রাস্তা ধরে সাত বার যে যাওয়া-আসা করেছিলেন, সেই ঘটনাটিকে কিয়ামত পর্যন্ত স্মরণীয় ও বরণীয় করে রাখতে আল্লাহ তাআলা সায়ি’কে ইসলামের নির্দশন হিসাবে ঘোষণা করেছেন।

[দুই] অনেক পুরুষ গাইরে মাহরাম নারীদের সঙ্গে নিয়ে উমরার সফরে বের হন। হাল আমলে এই সমস্যাটি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। অনেক নারী মাহরাম ছাড়া শুধু চাকর-বাকরদের সঙ্গে নিয়ে মক্কায় চলে আসে। মাহরাম ছাড়া দূরদেশে সফরের অনেক মন্দ দিক রয়েছে। উমরার সফরও সেসব খারাবি থেকে মুক্ত নয়।

বস্তুত এমন সফর বৈধই নয়। ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *সহিহুল বুখারি*তে 'নারীদের হজ' শিরোনামের অধীনে একাধিক হাদিস উল্লেখ করেছেন। সেখানে এক হাদিসে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

"

لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ.

মেয়েরা মাহরাম[১] ব্যতীত অন্য কারো সাথে সফর করবে না। আর মাহরাম উপস্থিত নেই এমতাবস্থায় কোনো মেয়ের নিকট কোনো (গাইরে মাহরাম) পুরুষ গমন করতে পারবে না।

এ সময় এক ব্যক্তি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমি অমুক সেনাদলের সাথে জিহাদে বের হতে চাচ্ছি। কিন্তু আমার স্ত্রী চাচ্ছে হজ পালন করতে।' আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

"

اخْرُجْ مَعَهَا

তুমি তার সাথেই (হজ পালনে) বের হও।[২]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবেই যুদ্ধে যেতে প্রস্তুত ব্যক্তিকে যুদ্ধে না গিয়ে হজ পালন করতে ইচ্ছুক স্ত্রীর সফরসঙ্গী হতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ

---

[১] মাহরাম বলা হয় যার সঙ্গে বিয়ে নিষিদ্ধ। মাহরাম দুই ধরনের—**এক.** যাদের সাথে আজীবনের জন্য বিয়ে নিষিদ্ধ। যেমন : ছেলে, পিতা, ভাই, চাচা, মামা, ভাতিজা, ভাগ্নি ইত্যাদি। **দুই.** যাদের সাথে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিয়ে নিষিদ্ধ। যেমন : আপন বোনের স্বামী, ফুফা, খালু। এদের সাথে বিয়ে হারাম হলেও পর্দা করা ফরয। তাই হাদিসে মাহরাম বলতে প্রথম প্রকারের মাহরামকে বোঝানো হয়েছে।—*বাদায়িস সানায়ি*, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ২৫৭; *মুগনিল মুহতাজ*, খণ্ড : ৩; পৃষ্ঠা : ১৭৫; *আল মুগনি*, খণ্ড : ৬; পৃষ্ঠা : ৫৭৮

[২] *সহিহুল বুখারি* : ১৮৬২

থেকে বিষয়টির গুরুত্ব ফুটে ওঠে।

এরপর ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ আবু সাইদ খুদরি রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদিস উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আমি চারটি বিষয় শুনেছি। বিষয়গুলো আমাকে আশ্চর্যান্বিত করেছে, চমৎকৃত করেছে। **ক.** স্বামী কিংবা মাহরাম ব্যতীত কোনো নারী দু-দিনের পথ সফর করবে না। **খ.** ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার দিন কেউ সিয়াম পালন করবে না। **গ.** আসরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এবং ফজরের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত কেউ কোনো সালাত আদায় করবে না। **ঘ.** মসজিদে হারাম, মসজিদে নববি এবং মসজিদে আকসা ব্যতীত অন্য কোনো মসজিদের উদ্দেশে সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে না।'[১]

'স্বামী কিংবা মাহরাম ব্যতীত কোনো নারী দু-দিনের পথ সফর করবে না'—হাদিসে উল্লিখিত এই অংশটুকু লক্ষণীয়। এ ছাড়া আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিন-তারিখ নির্দিষ্ট না করে (মাহরাম ব্যতীত সফরের) নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। সুতরাং যতদূর গেলে সফরের বিধান প্রযোজ্য হয়, মাহরাম ছাড়া একজন নারীর ততদূর সফর করা বৈধ নয়। মাহরাম নয় এমন নারীদের নিয়ে সফর করা পুরুষদের জন্যও অবৈধ। হোক সে চাচাতো বোন, কাজের মেয়ে, প্রতিবেশী কিংবা অন্যকেউ।

[তিন] দায়িত্বশীলরা অনেক সময় পরিবার ফেলে উমরা পালন করতে চলে যান। মাঝে মাঝে দেখা যায়, বাবা-মা পড়াশোনার প্রয়োজনে বাচ্চাদেরকে দেশে রেখে উমরা পালন করতে মক্কায় চলে আসেন। অর্ধেক মাস, কখনো পুরো মাস—তারা পরিবার ছেড়ে দূরে কাটান। ওদিকে বাচ্চাদের দেখাশোনার জন্য তেমন কেউ নেই। অনেক সময় অবুঝ বা কিশোর বাচ্চাদের ফেলে বাবা-মা চলে আসেন। কিন্তু এই সময়টা কত ঝুঁকিপূর্ণ। শয়তান ও খারাপ মানুষের ধোঁকায় কতরকম দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা থাকে। অথচ অধীনস্থকে বিপদে ফেলাই গুনাহগার হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

সমস্যা এখানেই শেষ নয়। অনেক ভাই তাদের পুরো পরিবার নিয়ে মক্কায় আসেন। এরপর বাবা চলে যান মাসজিদুল হারামে ইতিকাফ করতে। অধিকাংশ সময় তিনি

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ১৮৬৪

সেখানেই কাটান। সন্তান-সন্ততির ব্যাপার উদাসীন থাকেন। তাদেরকে স্বাধীনভাবে চলাফেরার সুযোগ করে দেন। মাত্রাতিরিক্ত স্বাধীনতা পেয়ে তারা এমন অপকর্ম ঘটায়, যা নিয়ে মুশকিলে পড়তে হয়। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, পৃথিবীর সবচে পবিত্র ভূমিতে অনেক বালিকাকে নির্লজ্জের মতো সাজসজ্জা করে বের হতে দেখা যায়। অথচ তাদের অনেকেই সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা।

সন্তানদের পবিত্র ভূমিতে নিয়ে আসা অবশ্যই প্রশংসনীয়। এতে অনেক কিছু শেখানো যায়। মর্যাদাপূর্ণ স্থান ও সময়ের বরকত লাভ হয়। অধিক পরিমাণ সাওয়াবের অধিকারীও হওয়া যায়। তবে এক্ষেত্রে বাবা যদি সন্তানদের নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হন, তাহলে তো ভালো কথা। আর নয়তো তাদেরকে ঘরে রেখে আসা উচিত। যাতে সম্ভাব্য ফিতনা-ফাসাদ এড়ানো যায়। আর সাওয়াবের বদলে গুনাহের বোঝা মাথায় নিয়ে ঘরে ফিরতে না হয়।

[চার] মুসল্লিদের উদ্দেশে নিয়মিত ওয়াজ-নসিহত করে থাকেন এমন অনেক ইমাম ও দাঈ নিজেদের এলাকা ছেড়ে মক্কায় পাড়ি জমান। উমরা ও ইতিকাফে রামাদানের শেষ দশক তারা হারামে কাটাতে চান। বলাই বাহুল্য, এমন দায়িত্বশীল ইমাম ও দাঈদের কাছে সাধারণ মুসল্লিদের অনেক জরুরত থাকে। তাই তাদের জন্য আবশ্যক হলো নিজ নিজ এলাকায় অবস্থান করা। এতে নানামুখী কল্যাণ নিহিত রয়েছে। কেউ যদি যেতেই চান, তাহলে অল্প সময় তথা, এক-দুই দিনের জন্য গিয়ে ফিরে আসা চাই। কারণ রামাদানের শেষ দশকের মতো এমন বরকতময় সময়ে মসজিদ ও খানকায় ইমাম ও দাঈদের অনুপস্থিতি মোটেও ভালো দেখায় না। আশা করছি, আগ্রহীরা অধিক কল্যাণ লাভের ব্যাপারে সতর্ক হবেন এবং বিষয়গুলো ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখবেন।